কবিতার অন্যকোনখানে

আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

আত্মার শান্তিকামনা ঃ আনা আখমাতোভা

পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের সাহিত্যে, গত একশো বছর ফিরে তাকিয়ে দেখলে কজন মহিলা কবি চোখে পড়ে ? অতি তরুণ-তরুণী দুই বাঙালী কবির সঙ্গে কথা হচ্ছিল এই নিয়ে। কবিতার জগতে কি মেয়েরা ব্রাত্য ? নাকি মেয়েদের মন ও স্বভাব কবিতা থেকে অনেকটা দূরে থাকে ? যতটা দূরে থাকলে সংক্রামণ কঠিন হয় ? পৃথিবীর উন্নত ও উন্নতিশীল বহুদেশে এই মুহূর্তে নারী ও পুরুষকবির সংখ্যার ফারাক কম। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মত কোন কোন দেশে মেয়েদের লেখালিখি অনেক বড় জায়গা পাচ্ছে। কবিতার জগতে অনেকক্ষেত্রে মেয়েদের কবিতা অনেক বেশী পাঠ্য , আলোচিত ও পুরস্কৃত। তবু বিশ শতকের প্রথমার্ধে তাকালে সচরাচর চোখে পড়ে এক নারীকবিকে। মেয়েদের কবিতা নিয়েও অনেক বিতর্ক - কাব্যসমালোচক, সমাজবিজ্ঞানী বা সাধারণ পাঠকমহলে। নারী আন্দোলনের মুখপত্রদের মধ্যেও। সারা দুনিয়ায়।

অনেকে তর্ক করেছেন যে যৌনমুক্তির বাতাস বয় না এমন ভাষা নারীকবিকে সীমাবদ্ধ রাখে, যেমন রাখে পুরুষের প্রতি নিবেদিত প্রেমার্ত কবিতা। কেউ কেউ বলবেন রাজনৈতিক আয়তন ও আত্মপরিচিতি ছাড়া নারীকবির কবিতা সার্থক হয়না এই সমাজে। অনেকে এমন তর্কও করবেন যে পুরুষশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও মুক্তিকামিতা পেরিয়ে এসেও মাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা না করতে পারলে নারীকবির সত্ত্বার প্রকৃত মুক্তি নেই। নিজের স্বভাব, নিজের হরমোনের বিরোধিতা করে শিল্প দানা বাঁধে না। কবির স্বাভাবিক সত্ত্বার দুহাতের ভেতরেরই তার ভালোগড়ন। এই সমস্ত তার্কিককে, প্রায় একইসঙ্গে খুশী করতে পারেন এমন একজন কবি আনা আখমাতোভা।

১৯২৪ সালে আনা আখমাতোভা। এক সাময়িক অসুস্থতার মধ্যে।
আনা আখমাতোভা (১৮৮৯-১৯৬৬)

গত শতকের রুশসাহিত্যে চারজন প্রধান লিরিক কবির অন্যতমা আনা আখমাতোভা। বাকি তিনজন - বরিস পাস্তারনাক, ওসিপ মান্ডেলস্তাম এবং মারিনা সেতায়িভা। স্তালিন সরকার এঁদের সাহিত্যের বাতাসছাঁকনি কেড়ে নিয়ে নষ্ট করে দিতে চেয়েছিল এঁদের জনপ্রিয়তা। হাজারো নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে পাস্তারনাকের কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল আগেই। নোবেল পুরস্কার

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

নেওয়া থেকে তাঁকে বিরত রাখা হয়েছিল। হতাশা, মনোকষ্ট ও দমবন্ধ সাহিত্যের ঘানিটানা, সেতায়িভাকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেয়। মান্ডেলস্তামকে কুকুরখোঁজা করে শেষ পর্যন্ত হত্যা করা হয়। এই পটভূমিকায় ঠান্ডা সহিষ্ণু প্রতিরোধে, সহনশীলতার শেষ ধাপ অব্দি পিছু হটে গিয়েও আখমাতোভাই শেষ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। দরকারে আপোষও করেছেন, তবু ১৯৬৬ তে যখন মারা যান, আনা আখমাতোভা রাশিয়ার সাধারণ মানুষের মনে সমাজ , রাজনীতি ও সাহিত্যমুক্তির এক বিজয়নিশান। সরকারী সমালোচকরা তাঁর কবিতার বিরুদ্ধে আর কলম ধরতে সাহস করে না। সরকারের সঙ্গে বহু লড়াই করে অবশেষে নিজের ছেলে লেভ গুমিলিয়ভকে স্তালিনের জেলখানা থেকে ছাড়িয়ে এনেছেন। বহুবার দেশত্যাগের পরিস্থিতি তৈরি হলেও আখমাতোভা রাশিয়া ছেড়ে যেতে চাননি। মাত্র দু বার বিদেশে গেছেন, তাও পুরস্কার নিতে মাত্র।

১৯১২ সালে, আখমাতোভার বয়স তখন ২৩, তাঁর স্বামী, কবি নিকোলাই গুমিলিয়ভ রুশ প্রতীকবাদের বিরোধিতায় একটা ছোট কবিগোষ্ঠী তৈরি করেন - Adamist বা Acmeist নামে। মূল গ্রীক শব্দটি (Acme)-র অর্থ - 'মানুষের শ্রেষ্ঠ যুগ'। যে যুগে যুক্তি ও দর্শনের শ্রেষ্ঠত্বে প্রত্যেকটা কবিতা হয়ে উঠবে উচ্চমার্গের। গুমিলিয়ভ ও গরদেতস্কির প্রভাব ছিল এই দলটির ওপর। তাত্ত্বিক গুরু মানা হয়েছিল তাঁদেরই। যদিও পরবর্তীকালে Acmeistদের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘজীবি কবিতা লিখতে পেরেছিলেন ওসিপ মান্ডেলস্তাম ও আনা আখমাতোভা। বিশেষত আখমাতোভার কবিতার সঙ্গে Acmeist গোষ্ঠীর অন্যদের কবিতার যোজনফারাক। কিন্তু ঠিক কিসের তাগিদে গড়ে ওঠে এই গোষ্ঠী ? কোন কাব্য-আদর্শে ? এর উত্তর দিতে গিয়ে মান্ডেলস্তাম সেইসময়ে একটি চিঠিতে লিখেছেন - ' সিম্বলিস্টদের ঐ 'প্রতীকের অরণ্য' বিহার করতে গিয়ে আমরা নিজেদের হারিয়ে ফেলতে চাই না, কারণ আমরা আরেকটা অরণ্য দেখতে পেয়েছি যা আরো অনাদৃত, আরো ঘন - আমাদের জীবনের সুগভীর ছায়া যেখানে পড়ে আছে পবিত্র শরীরে ও সীমাহীন জটিলতায়।' দৈনন্দিন ও সমাজভাবনার একটা আবহাওয়া এঁরা নিয়ে আসছিলেন নিজেদের কবিতায়। জীবন বহির্ভূত দুরুহ অ্যাকাডেমিক প্রতীক ও প্রতিমার প্রকোপ কমে গেল এঁদের কবিতায়। কবিতা যোগাযোগ বাড়িয়ে তুললো জীবন ও তার পাঠকের সঙ্গে।

আখমাতোভার প্রথম দুটি কাব্যগ্রন্থ - সন্ধ্যা (১৯১২) ও জপমালা (১৯১৪) তাঁকে বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ায় রাতারাতি প্রতিষ্ঠ করে। লেনিনের নেতৃত্বে রুশ জারের বিরুদ্ধে যখন বলশেভিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, সেই একই সময়ে, নানা সাংস্কৃতিক পরিশোধনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল রুশ সাহিত্য। স্বৈরতন্ত্রী রাজের বিরুদ্ধে জনতার আন্দোলনের যে রোমান্টিকতা, নতুন পাওয়া স্বাধীনতার যে হর্ষ, সেই মৌলগুলোই জড়িয়ে ছিল আনা আখমাতোভা, ওসিপ মান্ডেলস্তাম প্রভৃতির কবিতায়। সেসময়ে রুশ সমাজে, সাহিত্য একটা বড় জায়গা দখল করে আছে, ফলে প্রতিভা যেমন একজন সমালোচকের নজর এড়ায় না, তেমনি কবি, সমালোচক দুজনেরই উৎসাহী পাঠকের অভাব নেই। আখমাতোভার এই প্রথমদুটি কাব্যগ্রন্থে প্রেম, প্রকৃতি ও আবেগের বিচ্ছুরণ থাকলেও, কবিতায় শব্দের এতটা বাঁধুনি, এতটা সংযম - এক তরুণ কবির কবিতায় সেযুগে বিরল। পরবর্তীকালে, স্তালিন জমানায়, বহু তরুণ রুশ কবি আখমাতোভার কবিতার প্রতি নতুন করে আকর্ষণ বোধ করতে থাকে, কারণ আখমাতোভার প্রথম দুটি কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে লতানে গাছের মত জড়িয়ে আছে রুশ বিপ্লবের মুক্ত, রোমান্টিক স্মৃতি। আরো যেটা আখমাতোভার কবিতা সেযুগে করেছিল তা হলো একটা কাহিনীর আবহ গড়ে তুলেছিল। এই আবহ থেকেই কবিকণ্ঠে এসে লাগে সমাজের নানাস্তরের নারীর কণ্ঠস্বর। কখনো তাঁর সে কণ্ঠস্বর এক ভোলাভালা প্রেমে ঠকে যাওয়া গ্রাম্য মেয়ের, কখনো খেটে খাওয়া এক গরীব চাষী বউয়ের, কখনো মধ্যবিত্ত গৃহবধুর, কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীর এবং প্রায়শই পিটসবার্গের (যে শহরে তখন আখমাতোভা ও তাঁর পরিবার বসবাস করছেন) এক বুদ্ধিজীবি মেয়ের, যে একটু আঘাত দিয়ে কথা বলতে ভালোবাসে এবং নিজেও আঘাত নিতে প্রস্তুত। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে এখানে। যেমন -

আমি ফুল ভালোবাসিনা কারণ
ফুল আমাকে অনেকসময়েই শ্মশানযাত্রার কথা, বিয়ে আর সান্ধ্যপার্টির কথা মনে করায়
রাতের খাবার টেবিলে বসার আগে তাদের সেইসব
শুকনো উপস্থিতির কথা

কার এই উক্তি ? পিটসবার্গের সেই বুদ্ধিমতি, আঘাতপ্রিয়, প্রথাবিরোধী মেয়েটি ?

সপ্তাহ নয়, মাস নয়, কত বছর আমরা দূরে দূরে থেকেছি
আর আজ, এখন, অবশেষে এলো
সত্যিকারের স্বাধীনতার কনকনে ঠান্ডা ছোঁয়া
আর ঐ মন্দিরের ওপরে ছাইরঙা মালার সারি

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

এই কয়েকটি পংক্তিতে হয়তো শোনা যাবে এক যোদ্ধার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর। আবার এক আর্ত সদ্যযুবতী প্রেমিকাকে বলতে শোনা যাবে -

প্রেমের স্মৃতি, কি প্রচন্ড কষ্টের তুমি
আমাকে যেন নাচতেই হবে, গাইতেই হবে
তোমায় সকল ধোঁয়ার মাঝখানে
অথচ অন্যদের চোখে তুমি কেবল সেই শিখা
যে গরম করে দিচ্ছে একটা জুড়িয়ে যাওয়া বুক

আখমাতোভার প্রথম তিনদশকের কবিতায় কয়েকটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। যেমন তাঁর কবিতার একজন উদ্দিষ্ট বা উদ্দিষ্টা থাকে। এক 'তুমি' কে লক্ষ্য করেই তাঁর সকল গান। সংলাপ নেই কিন্তু একজন বক্তা, একটি কণ্ঠস্বরই গোটা কবিতার সত্ত্বা রচনা করছে। অগুন্তি প্রেমের কবিতা লিখলেও আখমাতোভার প্রেমের কবিতা সেযুগের অধিকাংশ নারীকবির প্রেমের কবিতার চেয়ে আলাদা থেকে গেছে এই কারণে যে তিনি প্রেমকে স্বর্গীয় করে তোলেননি। কামুক করে তোলেননি কবিস্বরকে। আবেগ, ঘৃণা, যন্ত্রণা, আক্ষেপ, আনন্দ, স্ফূর্তি, উদাসীনতা, সহিষ্ণুতা, দার্শনিকতা - প্রেমকে নানা রকমের দৃষ্টি নিয়েই তিনি দেখেছেন। সে অর্থে রুশ কবিতায়, এতরূপে, এত বাস্তবিকতায় প্রেমকে পাওয়া যায় না।

রুশবিপ্লব শুরুর সঙ্গে সঙ্গে রুশসমাজের চেহারার মধ্যে একটা বড়রকমের রদবদল আসতে থাকে। সেইসঙ্গে আখমাতোভার কবিতার সমালোচনাও শুরু হয়ে যায়। যে বহুদিকদর্শী, বহু-অনুভবী সম্পূর্ণ নারীকে তাঁর কবিতায় লক্ষ্য করা যায়, কোন কোন সমালোচক সেই নারীসত্ত্বার ভুল ব্যাখ্যা করতে শুরু করেন। তাঁর লিরিককে 'সেকেলে' চিহ্নিত করতে থাকেন কেউ কেউ। ১৯২১ সালে কর্নি চুকোভস্কি লেখেন - 'আখমাতোভা আসলে সেই ধর্মযাজিকা যে প্রেমিককে চুমু খাওয়ার পরেই বুকের ওপর ক্রশ করে নিজেকে সংশোধন করেন'। তাঁর প্রেমবোধ যেন ধর্মের সঙ্গে আপোস করে চলে। একইসঙ্গে শুরু হয়ে যায় রাজনৈতিক আক্রমণ।

'বুর্জোয়া সাহিত্য' অপবাদে স্তালিন জমানায় আখমাতোভার বই নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। নানা সাংসারিক ও সামাজিক জটিলতার কারণে তাঁর লেখালিখি কমে যায়। গুমিলিয়ভ যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়। ১৯২৮ সালে বিবাহবিচ্ছেদ। ১৯২৫ থেকে ১৯৫২ - এই সাতাশ বছর সরকার আখমাতোভার কবিতাকে নিষিদ্ধ করে দেয়।লেনিনগ্রাদ মুক্ত হয় যখন ১৯৪৪ সালে, আনা সেখানে ফিরে আসেন। লিনিনগ্রাদে তাঁর কিশোরী বয়সের অনেক জমা স্মৃতি।

বছর দুয়েক পর, তাঁকে সোভিয়েত লেখকদের গিল্ড থেকে বহিস্কার করা হয়। ছেলে লেভকে স্তালিন সরকার গ্রেপ্তার করে। তাঁকে সাইবেরিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পুত্রের মুক্তির দাবীতে যা যা সম্ভব সমস্ত করতে থাকেন আখমাতোভা। আপোস করে শেষ পর্যন্ত স্তালিনের প্রশংসা করে কিছু কবিতা প্রকাশ করেন 'ওগোনইয়োক' পত্রিকায়। অবশেষে ছেলে মুক্তি পায়। এদিকে মনের মধ্যে ক্ষোভ, আত্মঘৃণা জেগে উঠছে। প্রায় কুড়ি বছর ধরে এই যন্ত্রণা থেকে আনা আখমাতোভা লিখে চলেন একটি দীর্ঘ কবিতা - 'আত্মার শান্তিকামনা'। স্তালিন জমানায় যে দেশ নিজের সমাজের মানুষকে অকাতরে হত্যা করেছে সেই সরকারকে যেমন আক্রমণ করে সেই কবিতা, নিরপরাধ পুত্রের জীবনভিক্ষায় যন্ত্রনায় মুচড়ে যাওয়া মাতৃহৃদয় ঝলসে ওঠে এই দীর্ঘ কবিতায়।এক ছত্রে কবি লেখেন -

কোন বিদেশী আকাশ আমাকে রক্ষা করেনি
আমার মুখ ঢাকেনি কোন অচেনা পাখা
জন্মতার সাক্ষী হয়ে আমি দাঁড়িয়ে আজ
বেঁচে ফিরে এসেছি সেই স্থান, সেই কালের থেকে

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

'আআর শান্তিকামনা' প্রকাশিত হয় মুনিখে ১৯৬৩ সালে। রুশ দেশে প্রকাশিত হয় তার প্রায় ২৪ বছর পর। মারা যাবার সময় যতই জনপ্রিয় হোন না কেন, আনা আখমাতোভার শ্রেষ্ঠ কবিতা বা কাব্যসমগ্র রুশ দেশে ছেপে বেরোতে পারেনি। তাঁর কাব্যসমগ্র প্রকাশ পায় মৃত্যুর কুড়ি বছর পর।

আনা আখমাতোভার বহু কবিতাই ইন্দ্রিয়ভারাতুর। অত্যন্ত সংবেদনশীল। যাকে 'সিনেস্থেসিয়া' বলা হয়, অর্থাৎ এক ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অন্য ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিকে প্রকাশ করা - তার বহু উদাহরণে ঠাসা। কখনো মনে হয় যেন একটি ইন্দ্রিয়ের সুতো অন্যটায় জড়িয়ে গেছে। সুতো জড়িয়ে গেলে যেভাবে ঘুড়ি কাটে, সেভাবেই দৃশ্য কেটে গিয়ে ঘ্রাণ চলে আসে। এবং যে স্বাভাবিকটায় আসে, প্রায় সেইভাবেই ঘ্রাণ থেকে আসে স্পর্শ। একই সঙ্গে কবিতার মেজাজ হাওয়ায় ওড়া ছেঁড়া পাতাটার মত বিভিন্ন বস্তুতে লেগে লেগে যায়। এমনই একটা কবিতা আমার খুব প্রিয়।

বুনোমধু

বুনোমধুর গন্ধে আছে স্বাধীনতা
আর ধুলো, একটি সূর্যরশ্মির
মেয়েটির খোলা মুখ -
বেগনী জ্বর
আর সোনা
যার নিজস্ব গন্ধ নেই কোন

জোলো
ঐ অর্কিডফুল
আর আপেল ভালোবাসার মত

অথচ আমরা চিরকালই টের পেয়েছি
রক্তের ঘ্রাণে শুধু রক্তই রয়ে গেছে

যৌবনে তাঁর সৌন্দর্য্য বিখ্যাত ছিল। সেই সময়ে একবার ইতালি বেড়াতে গিয়েছিলেন। ইতালিতে বিখ্যাত চিত্রকর আমেদিও মদিগ্লিয়ানি আনার কিছু ন্যুড ছবি আঁকেন। তাঁর বেশ কিছু কবিতার বইয়ের জ্যাকেটে ব্যবহৃত হয়েছে সেই ছবি। কবি গুমিলিয়ভের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর আনা বিয়ে করেন দুবার। শেষ স্বামী নিকোলাই পুনিনকেও সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দেওয়া হয়। ৫০-এর দশকে সেখানেই মারা যান তিনি। বরিস পাস্তারনাক বরাবরই আনা আখমাতোভার কবিতার ভক্ত ছিলেন। ছিলেন তাঁর রূপ ও গুণমুগ্ধদের মধ্যেও। দু-দুবার বরিস আনাকে বিয়ে করতে চান। একটা সময়ে, যখন লেখালিখি কমে এসেছে, 'আআর শান্তিকামনা' দীর্ঘ কবিতাটি ছাড়া আর বিশেষ কিছুই লিখছেন না, আনা আখমাতোভা বিদেশী কবিতা অনুবাদ করতেন। সে সময়ে জ্যাকোমো লিওপার্দি ও ভিক্তর হুগোর কবিতা অনুবাদ করেন। এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রথম রুশ অনুবাদ।

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com